গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

(Abstract)

ভূমিকা

বাংলা উপন্যাসের ভাবধারায় পুরুষ ঔপন্যাসিকদের পাশাপাশি মহিলা ঔপন্যাসিকগণের আবির্ভাব ঘটেছিল উনিশ শতকের শেষ দশকে। সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে অবলীলাক্রমে স্বচ্ছন্দ পরিভ্রমণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারীদেবী (১৮৫৬-১৯৩২)। তাঁর রচিত 'কাহাকে' (১৯৯৮) উপন্যাসে সামাজিক রক্তচক্ষুর বেড়াজাল ছিন্ন করে নারীর আকাঙ্ক্ষিত জীবন প্রাপ্তির গৌরব ঘোষণা করেছেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে স্ত্রী শিক্ষা ও আত্মপরিচয়বোধের অন্বেষণে রত হয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতাদেবী, আশালতা সিংহ, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, বাণী বসু প্রমুখ লেখনীর ক্ষুরধারে অন্তঃপুরবাসিনী এবং অন্তঃপুরচারিণী নারী জীবনের অকথিত যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটিয়ে সাহিত্যাঙ্গনকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। উনিশ শতকের নারীর অন্দর মহলের কুসংস্কার আবদ্ধতা, যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনযাত্রার পাশাপাশি নারী-র আত্মপ্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রচিত হয় আশাপূর্ণা দেবীর 'ত্রয়ী' উপন্যাসে। নিম্নবর্গীয় আদিবাসী সমাজের সমস্যাদীর্ণ অবস্থা, জীবনকথা, সংগ্রাম, মুক্তির পথ প্রত্যাশী অদম্য মানসিকতার সাহসী পদক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করি মহাশ্বেতা দেবীর কলমে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলা উপন্যাসের আঙিনায় লীলা মজুমদার, বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রমুখ বহু প্রতিভাময়ী লেখিকাগণের সবল পদচারণা আমরা লক্ষ্য করি।

বিশ শতকের প্রান্তলগ্নে নব্বই দশকে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবন ও তা থেকে উদ্ভুত নানাবিধ জটিল যন্ত্রণাগুলোকে উপন্যাস-ছোটগল্পের ক্যানভাসে নিপুণ শব্দবন্ধে শাণিত কলমে চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তাঁর লেখনীতে কলকাতা শহর ও শহরতলীর নগরবাসীর বর্তমান আধুনিক জীবনযাত্রার জটিল মনঃস্তাত্ত্বিক চেতনা প্রবাহ, দ্বন্দ্বমুখরতা, যৌথ জীবনযাপনে ভাঙনের চোরাস্রোত, অথবা বহমান অস্থির সমাজ ভাবনার নিরিখে ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের শিকার দিশাহীন উদ্‌ভ্রান্তভাবে অলীক সুখের সন্ধানে ধাবমান যুবসমাজ তাদের মনবিকলন তত্ত্ব, অস্থিবাদ, আত্মকেন্দ্রীক নিঃসঙ্গ ভাবে যাপিত জীবন, সম্পর্কের বিনির্মান, ভঙ্গুরতা, অসহিষ্ণুতাবোধ, ভোগবাদী ভাবনায় আত্মসমর্পণ, পরিবারে প্রজন্ম ভেদে যোজনব্যাপী মানসিক দূরত্ব, আধুনিক জীবন

যেন এক সুদৃশ্য সুবর্ণ পিঞ্জর — যার বাহ্যিক রূপে বিমোহিত নবীন প্রজন্মের অন্তঃসারশূন্যতা, বিশেষত, অন্তঃপুরবাসিনী নারী-জীবনের অকথিত যন্ত্রণাদীর্ণ পর্যায়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নারীর দৃষ্টিকোণে জরিপ করা সম্যক বিষয়গুলি উঠে এসেছে।

আমি সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসগুলির বৈচিত্র্য বৈভব, স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ, সমাজের আজকের বাস্তব ঘটনাগুলির প্রতিফলন, সম্পর্কের জটিলতা, অর্ন্তদ্বন্দ্বে জারিত হয়েও উত্তরণের পথ প্রত্যাশী কিংবা সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীর অদৃশ্য শৃঙ্খলের স্বরূপ ও তার লক্ষণরেখা স্বরূপ যৌথ পরিবারের পরিসর ভেঙে জাত ছোট পরিবারের নতুন প্রজন্মের ভোগ্য পণ্যের প্রতি বিলাসিতা, উদ্ভুত বিচিত্রমুখী সমস্যা ও তার উত্তরণের পথ অন্বেষণ ইত্যাদি বহু জটিল জীবন আলেখ্য সম্পর্কে অন্বেষণ করেছি। সে কারণেই পরবর্তী অধ্যায়গুলি নির্ধারণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্যকৃতির পরিচয়

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম ২৫শে পৌষ, ১৩৫৬ (১০ই জানুয়ারি, ১৯৫০)। তাঁর পিত্রালয় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত যোগমায়া দেবী মহাবিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতক হন। কলেজ জীবনে শিক্ষাচর্চার অনুশীলন চলাকালীন তিনি প্রদীপ মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পড়তে পড়তেই তাঁর চাকুরী জীবনে প্রবেশ। বহু বিচিত্র চাকুরীর পর ২০০৪ সালে 'স্বেচ্ছা অবসর' গ্রহণ করেন। সাহিত্য-জীবনের সূচনা (১৯৭৮-১৯৭৯) সালে ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে। আশির দশকে উপন্যাস জগতে তাঁর সার্থক প্রয়াস রূপ লাভ করে।

প্রধানত বড়োদের লেখিকা হলেও কিশোর কিশোরীদের মননকে ঋদ্ধ করতে তিনি অনবদ্যা। তাঁর রচিত 'মিতিন মাসি' নামক রহস্য কাহিনী সমধিক জনপ্রিয়। প্রথম দিকের উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল — 'কাচের দেওয়াল', 'দহন', 'কাছের মানুষ', 'হেমন্তের পাখি' ইত্যাদি।

'দহন' উপন্যাসটি বাংলা ছায়াছবির বিখ্যাত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ-এর পরিচালনায় চলচিত্রে হিসেবে মুক্তি পায় ১৯৯৬ সালে এবং জাতীয় পুরস্কার অর্জন করে। ভিন্নধর্মী রচনাশৈলীর নৈপুণ্যতায় তিনি বিভিন্ন সময়ে নানান পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

ছোটগল্প রচনায় ও তিনি সীমিত পরিসরে গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকোণে পর্যবেক্ষণ করেছেন এই সময়ধারার সমাজ ও সামাজিক মানুষকে। তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্পগুলি যথাক্রমে — 'এখন হৃদয়', 'বাদামী জড়ুল', 'অচিন পাখি', 'দাগবসন্তী খেলা', 'এই মায়া', 'ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি', 'আছি', 'সংসার' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসের বিষয় সংক্ষেপ ও পর্ব বিভাজন

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসগুলির সময়কাল ১৯৮০-২০১৫ এর মধ্যে। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে জীবন-এর বিভিন্ন বিন্যাস রয়েছে, রয়েছে নর-নারীর আত্মসংকটের নানান স্তর। নানা দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষায়িত করেছেন উপন্যাসের কুশীলবদের — এগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ শতকে নর-নারীর যে ভাবনা, জীবনাচরণ, সম্পর্কের জটিলতা, নারীর অপরিচয়ের খোলস ত্যাগ করে স্বনির্ভরতার পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন এক পথ নির্দেশিকা দেখায়। একবিংশ শতকের প্রারম্ভ লগ্নে রচিত উপন্যাসগুলিতে তা যেন আরও স্পষ্ট ও পরিবর্তিত হয়ে যায়। নর-নারীর জীবন-জিজ্ঞাসা, সম্পর্কের নৈতিক ও মানবিক অধঃপতন, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, বিবাহিত সম্পর্কের প্রয়োজনে ইতি ও নতুন সমীকরণে জীবনকে খুঁজে নেওয়ার মানসিক দৃঢ়তা এই শতকের চরিত্রায়নে লক্ষিত হয়েছে। তাই সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসগুলিকে দুটো পর্বে বিভাজিত করে আলোচনার পরিসরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী হয়েছি।

(১) প্রথম পর্ব : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বিশ শতকের উপন্যাসে নর নারীর জীবন জটিলতার স্বরূপ অন্বেষণ

এই পর্বে বিশ শতকের উপন্যাসগুলিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বের উপন্যাসগুলি হল — 'কাচের দেওয়াল', 'আমি রাই কিশোরী', 'হেমন্তের পাখী, 'গভীর অসুখ' ইত্যাদি।

(২) দ্বিতীয় পর্ব : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের একবিংশ শতকের উপন্যাসে নরনারীর জীবন জটিলতার স্বরূপ অন্বেষণ

এই পর্বে একবিংশ শতকের উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বের উপন্যাসগুলি হল — 'শূন্য থেকে শূন্যে', 'সহেলী', 'অদ্ভুত আঁধার এক', 'একা জীবন', 'রঙ বদলায়' ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পর্ব : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বিশ শতকের উপন্যাসে নরনারীর জীবন জটিলতার স্বরূপ অন্বেষণ

বিশ শতকে শিক্ষিত নারী সমাজের একটা বৃহৎ অংশ চাকুরীজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নারী কেবলমাত্র গৃহকোণেই নয়, বর্হিজগতের প্রাঙ্গনেও নিজস্বতার পরিচয় জ্ঞাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। ৮০-র দশকে কলকাতা মহানগরের শিক্ষিতা নারীদের অনেকেই চাকুরীর পাশাপাশি নিজেদের সৃজনশীলতার স্বাক্ষরবাহী 'বুটিক' ভাবনার প্রকাশ ঘটায়। সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিতে সেই সময়কালের নগর জীবন, নারীদের সামাজিক অবস্থান, পুরুষের কাছে তাদের গ্রহণ যোগ্যতার মাপকাঠি, নারী জীবনের অযাচিত পুরুষ শাসিত সমাজের তৈরী সীমাবদ্ধতার কাহিনীগুলিই লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই পর্বের উপন্যাসগুলি, যেমন — 'আমি রাইকিশোরী', 'ভাঙনকাল', 'কাছের মানুষ', 'ধূসর বিষাদ', 'গভীর অসুখ', 'হেমন্তের পাখি', 'ভাল মেয়ে খারাপ মেয়ে', 'ফিরে দেখা', 'কাচের দেওয়াল', 'ছেঁড়া তার' ইত্যাদি উপন্যাসগুলি আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের একবিংশ শতকের উপন্যাসে নরনারীর জীবন জটিলতার স্বরূপ অন্বেষণ

ঔপন্যাসিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য অত্যন্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণে একবিংশ শতকের নাগরিক জীবন, শিক্ষিত সমাজ, নারী জীবন, পুরুষ সমাজের ক্রমবিবর্তনের রূপগুলিকে উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে আলোকপাত করেছেন। ''সময় বহতা নদী'' — একথা জীবন সম্পর্কেও ঘটে। আশির দশক থেকে একবিংশ শতকের এই পর্যায়ে কলকাতার ক্রম পরিবর্তিত পটপরিবর্তনগুলি সুচারু দৃষ্টিতে জরিপ করেছেন তিনি। তাঁর উপন্যাসগুলিতে মূলত প্রায় উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির ছবি রয়েছে। যেখানে পুরুষরা প্রায় সকলেই উচ্চপদে আসীন। যৌথ পরিবারের বাঁধন ভেঙে ছোট ছোট পরিবারগুলিতে সম্পর্কের একাত্মতাবোধের অভাব দেখা যায়।

এই পর্বের উপন্যাসগুলি যেমন — 'নীল ঘূর্ণি', 'চেনা মুখ অচেনা মুখ', 'সহেলি', 'রংবদলায়', 'শেষ বেলায়', 'অন্য বসন্ত', 'শূন্য থেকে শূন্যে' ইত্যাদি উপন্যাসগুলির মধ্যে জীবন জটিলতার যে সব দিক উঠে এসেছে তা আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে বিবৃত জীবন জটিলতার মূল্যায়ন

সুচিত্রা ভট্টাচার্য সাম্প্রতিক সময়ধারার একজন জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক। কেবল লেখনী সত্তাতেই সীমাবদ্ধ নয়, সমাজের বুকে ঘটমান যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন তিনি। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকেই বেছে নিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস ধারায় আমরা লক্ষ্য করব সমাজের বিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের মানসিকতাগত রূপান্তর। বিশ শতকের মানুষ আজ সর্বোত্তম জীবে রূপান্তরিত হলেও মানসিক ভাবে আধুনিক মনস্ক হয়ে উঠেছে কি? 'নর নারীর সমানাধিকার' — এই আপ্তবাক্যটি কতদূর যথার্থ? সমাজে নারীর অবমাননা আজও অব্যাহত। ক্রমশ বিত্তশালী জীবন যাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মানুষের মানবিক বোধ নিঃশেষিত। বর্তমান প্রজন্ম কেন এতো অসহিষ্ণু? স্বার্থপর, জেদি মনোভাবের বশবর্তী হয়ে পারিবারিক স্নেহ ভালোবাসার বাঁধনকে আলগা করে দিচ্ছে? এ সকল ভাবনা ও উত্তরণের পথ অন্বেষণ করেছি লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসের মধ্যে। এর সমান্তরালে সমকালীন ঔপন্যাসিকদের লেখনীতে যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে এসেছে তার একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছি।

উপসংহার

প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য ব্যক্তি জীবনে অভিজ্ঞ নারী রূপে সমকালকে যেভাবে নিরীক্ষণ করেছিলেন, সেই ভাবনাগত বিষয়গুলি তাঁর অনুভূতির রসে সিক্ত হয়ে উপন্যাস এর বিস্তৃত পরিসরে মুখর হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখনী ধারায় অবশ্যই নারী প্রটাগনিষ্ট। তাদের অন্তঃপুরচারীনী হলদে হেঁসেলের অব্যক্ত যন্ত্রণার পাশাপাশি চাকুরীরতা নারী জীবনের জটিল সমস্যাদীর্ণ বিষয়গুলিকে, তাদের চেতনাস্তর, ভঙ্গুর যুগল সম্পর্ক — যা বিশ্বাসহীনতার খাদে নিমজ্জিতপ্রায় — সেই অবস্থানের বিপ্রতীপে ঘুরে দাঁড়াবার মানসিক ঔদার্যতাবোধের উত্তরণ-এর কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন উপন্যাসের ক্যানভাসে। কেবল নারীরা নন সংখ্যায় অল্প হলেও পুরুষ চরিত্রের অসহায় জীবন জটিলতার বিষয়টিও আমরা তাঁর লেখায় খুঁজে পেয়েছি। ফলে আধুনিক নাগরিক জীবনধারার ক্রমবর্ধমান জটিলতর সমস্যাগুলো খুব প্রাসঙ্গিক এবং সচেতন ভাবে উপস্থিত তাঁর উপন্যাস-ছোটগল্পধারায়। যুগধর্ম অনুযায়ী চলমান সময়কালে উত্থিত সমাজ ভাবনা-চেতনা স্তরে জাত নরনারীর জীবনপর্বে সঙ্গতভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। এই দর্পণে মুখরিত হয়েছে কালের সমান্তরালে উত্থাপিত নরনারী সম্পর্কের নানা রসায়ণ, চিন্তা চেতনার

প্রবাহ, মূল্যবোধের অবক্ষয়ে দীর্ণ এক অস্থির সমাজ। যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দিশাহীন, উদ্‌ভ্রান্ত, একাকীত্বে ভোগা এক অদ্ভুত জীবন যাপন করছে। বৈভবময় জীবনের চাকচিক্যে মোহিত নরনারী ভোগবাদী বাসনার করাল গ্রাসে আবদ্ধ। তাদের অপকর্মের দায়ভার বহন করছে তাদের উত্তরসূরীরা। বিপন্ন এই অস্থির সময়কালে দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে জীবনের গতিপথের অভিমুখ বদলে যাচ্ছে। সমাজ বাহ্যিক 'আধুনিক' রূপে পরিচায়িত হলেও নারী-জীবনের আজও শৃঙ্খলমোচন ঘটেনি। জীবনের নানা পর্বে ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত অবহেলিত, অপমানিত হয় নারীত্ব। প্রশ্নটা কিন্তু রয়েই যায়। বাহ্যিক যাপিত জীবনে আধুনিক হলেও সত্যিই আমরা অন্তরে আধুনিক মনস্ক হয়েছি? নারীকে আজও সময়ের উজানে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। সমাজের, মানবজীবনের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রকারন্তরে নারী পুরুষ নির্বিশেষে এক সাম্যবাদী সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে সে বিষয়গুলিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।